www.bangladeshbank.org.bd
www.bangladesh-bank.org
www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২

ফেব্রুয়ারী **২৭, ২০১১**
তারিখঃ----------
ফাল্গুন ১৫, ১৪১৭

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা

ভূমিকাঃ

আমরা জানি যে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি বর্তমানে সারা বিশ্বেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। জলবায়ুর এ দ্রুত পরিবর্তন পরিবেশের ভারসাম্যের উপর বিশেষতঃ জীব-বৈচিত্র্য, কৃষি, বন, শুষ্কভূমি, পানি সম্পদ ও জন স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তন, গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধি, বায়ু দূষণ প্রভৃতি থেকে এ পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য অন্যান্য সকলের সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোরও দায়িত্ব নেয়া প্রয়োজন । পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং এর অংশ হিসেবে পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন ব্যাংকিং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং কম কার্বন নিঃসরণ করে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বড় ভূমিকা রাখতে পারে । পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং হচ্ছে পরিবেশ রক্ষার্থে বিশ্ব জুড়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের একটি অংশ। বাংলাদেশের পরিবেশ দ্রুত অবনতিশীল । বায়ু দূষণ, পানি দূষণ ও পানির দুস্প্রাপ্যতা, নদী সংকোচন, শিল্প, হাসপাতাল ও গৃহস্থালী বর্জ্যের ত্রুটিপূর্ণ নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বন নিধন, জলাশয় হ্রাস এবং জীব-বৈচিত্র হ্রাসের মাধ্যমে দিনে দিনে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বিশ্বময় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সাথে বাংলাদেশের আর্থিক খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা উচিত ।

এ প্রেক্ষিতে, পৃথিবীকে বাঁচানোর লক্ষ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলকে এখনই এগিয়ে আসতে হবে। ব্যাংকের অর্থনৈতিক কার্যক্রম যেমন উৎপাদন, ব্যবসা ও অন্যান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। অধিকন্তু, বড় বড় ব্যাংকগুলোর বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানী ব্যবহারে আরও মিতব্যয়ী হওয়া উচিৎ। পরিবেশবান্ধব ব্যাংক শুধুমাত্র নিজেদের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উন্নয়ন করবে না সাথে সাথে অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকেও পরিবেশের প্রতি অধিক যত্নবান হতে প্রভাবিত করবে।

চলমান পাতা/০২

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পূর্বেকার গৃহীত পদক্ষেপঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের উপরোক্ত ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত রয়েছে এবং পরিবেশ বিপর্যয় রোধে সময়ে সময়ে তফসিলী ব্যাংকগুলোকে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছে । স্থাপিতব্য শিল্প কারখানাগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সময় এবং বিদ্যমান শিল্প কারখানার বেলায় চলতি মূলধন প্রদান কালে ব্যাংকগুলো পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ব্যাংক ঋণের আওতায় স্থাপিতব্য শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানীর তালিকায় বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির অন্তর্ভূক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবলমাত্র যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য সে সকল শিল্প কারখানার অনুকূলে এলসি খোলার অনুমতি দিতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় সৌর শক্তি, বায়োগ্যাস, বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট এবং ইট ভাটায় কার্বন নিগর্মণ হ্রাসের উদ্দেশ্যে Hybride Hoffman Kiln(HHK)/সমমানের প্রযুক্তি সম্পন্ন প্ল্যান্ট স্থাপন খাতে অর্থায়নের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকল্পে Corporate Social Responsibility বিষয়ে একটি বিশদ নীতিমালা জারী করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালায় পরিবেশ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়ে ব্যাংক প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়কে সম্পৃক্তকরণের পাশাপাশি ঋণ গ্রহীতাদেরকেও এ বিষয়ে সচেতন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ব্যাংকগুলো ই-কমার্স কার্যক্রমের আওতায় গ্রাহকদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে স্থানীয় মুদ্রায় বিভিন্ন অন-লাইন ব্যাংকিং সুবিধা যেমন-ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, এক ব্যাংক হিসাব হতে একই ব্যাংকের গ্রাহকের নামে রক্ষিত অন্য ব্যাংক হিসাব হতে অন-লাইনে অর্থ স্থানান্ড্র, ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য পরিশোধের সূত্রে ক্রেতার ব্যাংক হিসাব থেকে পরিশোধ বা আদায় তথা লেনদেন সুবিধা দিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় ব্যাংকগুলোর নিজেদের সচেতনতার পাশাপাশি কৃষকদের লবনাক্ত এলাকায় লবনাক্ততা সহিষ্ণু ফসল চাষ, জলাবদ্ধ ও বন্যা প্রবন এলাকায় পানি-সহিষ্ণু ফসল চাষ, খরা প্রবন এলাকায় খরা সহিষ্ণু ফসল চাষ, সেচ কাজের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সার ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বালাই/ কীটনাশকরণে উৎসাহিতকরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালাঃ

পরিবেশ বিপর্যয় রোধে এবং শক্তিশালী ব্যাংক ব্যবস্থার স্বার্থে বিশ্বমানের সাথে সংগতিপূর্ণ একটি বিশদ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা গ্রহণের এখনই উপযুক্ত সময়।

দেশে একটি পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি নির্দেশনামূলক পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা ও এর কৌশলগত কাঠামো তৈরী করা হয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা তিনটি ধাপে/পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে।

চলমান পাতা/০৩

১। ১ম পর্যায়ঃ ব্যাংকগুলো পরিবেশবান্ধব নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক তাদের অভ্যন্তরীণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে এই নীতিমালার প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করবে। ডিসেম্বর ৩১, ২০১১ তারিখের মধ্যে ব্যাংকগুলো ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

১.১। নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিচালন

ব্যাংকগুলো তাদের পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত বিশদ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়ন করবে। বাংলাদেশী তফসিলী ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে পরিচালকদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করবে এবং বিদেশী ব্যাংকের ক্ষেত্রে তাদের গ্লোবাল অফিসের আঞ্চলিক প্রধান, প্রধান নির্বাহীসহ ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ পর্যায়ের সদস্যদের নিয়ে কমিটি গঠন করবে। এই কমিটি পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা, কৌশল ও কার্যক্রম প্রণয়ন ও পুনর্মূল্যায়ন করবে। ব্যাংকগুলো তাদের বার্ষিক বাজেটে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং এর জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করবে।

ব্যাংকগুলো তাদের পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও পরিচালনার জন্য একটি পৃথক ইউনিট বা সেল গঠন করবে। একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এই ইউনিট/সেলের দায়িত্বে থাকবেন। উক্ত ইউনিট/সেল উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটিকে সময়ে সময়ে তাদের কার্যক্রম অবহিত করবে।

১.২। মূল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ ঝুঁকি অন্তর্ভূক্তিকরণঃ

ব্যাংকগুলো পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং এর অংশ হিসাবে পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ERM) নীতিমালায় উল্লেখিত নির্দেশনা পরিপালন নিশ্চিত করবে। কোন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ প্রদানের সময় বিদ্যমান ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে। বিদ্যমান ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষণে পরিবেশ ঝুঁকিসমূহ সন্নিবেশকরণে ERM গাইডলাইনে বর্ণিত চেকলিষ্ট, অডিট গাইডলাইন ও রিপোর্টিং ফরম্যাট অনুসরণীয় হবে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি বিশ্লেষণে চেকলিষ্টে অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমুহ যেমন ভূমির ব্যবহার, ঘুর্ণিঝড়, খরা, পশুপাখির রোগব্যাধী (যেমন-এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা), কঠিন বর্জ্য যেমন-পশুখাদ্যের উচ্ছিষ্ট অংশ, মলমূত্র, পশুপাখির মৃতদেহ, দূষিত পানি নির্গমন, বিপজ্জনক শিল্প বর্জ্য ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনায় আনতে হবে।

১.৩। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনাঃ

ব্যাংকগুলো তাদের কার্যালয় ও শাখায় পানি, কাগজ, বিদ্যুৎ, শক্তি প্রভৃতি ব্যবহারের একটি তালিকা তৈরী করে বিদ্যুৎ, পানি, কাগজের অপচয় রোধ করবে এবং যন্ত্রপাতির পুর্নব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণার্থে 'একটি গ্রীন অফিস গাইড' বা কিছু সাধারণ নির্দেশনা জারি করবে। অফিস ব্যবস্থাপনায় কাগজের ব্যবহার

চলমান পাতা/০৪

হ্রাসকল্পে মুদ্রিত নির্দেশনার পরিবর্তে অন-লাইনে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) যোগাযোগ /নির্দেশনা প্রদান, প্রিন্টারগুলোকে 'উভয় পৃষ্ঠা' মুদ্রণ উপযোগী হিসাবে সেট করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেতে পারে। প্রিন্টারে কালির ব্যবহার হ্রাসকল্পে 'Eco-font' ব্যবহার, 'নোট প্যাড' হিসাবে বাতিল কাগজ ব্যবহার এবং ডিসপোজেবল কাপ/গ্লাসের ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে ব্যাংকসমুহ পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার, স্বয়ংক্রিয় ভাবে কম্পিউটার,ফ্যান লাইট ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বন্ধ হয় এরূপ প্রযুক্তি ব্যাংকের অফিসগুলোতে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে প্রধান কার্যালয় ও শাখাগুলোতে সৌর শক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্যাস, জ্বালানী তেল ইত্যাদি সাশ্রয়ে ব্যাংকগুলো তাদের ব্যবসায়িক ভ্রমণ হ্রাস করতে পারে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্বালানী সাশ্রয়ী যানবাহন ক্রয়/ব্যবহারে উৎসাহিত করতে পারে।

১.৪। পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন প্রবর্তনঃ

ব্যাংকগুলো কর্তৃক অর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ব্যবসায়িক কার্যক্রম, জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার পাবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রকল্প, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প, কঠিন ও বিপদজনক বর্জ্য নিষ্কাশন প্রকল্প, জৈব-গ্যাস, জৈব-সার ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে অর্থায়নকে উৎসাহিত করতে হবে। ভোক্তা ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাহকের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১.৫। জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল গঠনঃ

বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও খরা প্রবন এলাকায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো অতিরিক্ত রিস্ক প্রিমিয়াম আদায় না করে সাধারণ সুদ হারে অর্থায়ন করবে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি প্রবণ এলাকায় অর্থায়নের জন্য ব্যাংকগুলো একটি 'জলবায়ু ঝুঁকি' তহবিল গঠন করবে। এ তহবিল জরূরী অবস্থায় এবং ব্যাংকের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হবে। । জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি প্রবণ এলাকায় ব্যাংক তার স্বাভাবিক ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

১.৬। পরিবেশবান্ধব বিপণন প্রবর্তনঃ

পরিবেশের জন্য নিরাপদ পণ্যের বিপণনই হচ্ছে পরিবেশবান্ধব বিপনন। পরিবেশবান্ধব বিপণন উন্নয়নে পণ্যের উৎকর্ষ সাধন, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন, প্যাকেজিং এর পরিবর্তন, বিজ্ঞাপনের উৎকর্ষ সাধন, এমন বিভিন্ন সমন্বিত কার্যক্রম পরিবেশবান্ধব বিপণনের অন্তর্ভূক্ত হবে। পণ্য/সেবা বিপণন পদ্ধতি হবে পরিবেশবান্ধব। এ ক্ষেত্রে পণ্যটি বা এর উৎপাদন/প্যাকেজিং পরিবেশবান্ধব হতে হবে।

ব্যাংকগুলো তাদের বিভিন্ন পণ্য/সেবা বিপণনের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের কাছে এর পরিবেশগত দিক গুলো তুলে ধরবে যাতে করে পরিবেশবান্ধব বিপণন সাধারণ জনগনের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

চলমান পাতা/০৫

১.৭। অন-লাইন ব্যাংকিংঃ

অন-লাইন ব্যাংকিং হচ্ছে ইন্টারনেট বা ব্যাংকের নিজস্ব নিরাপদ ওয়েবসাইট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে বিভিন্ন সেবা প্রদান যেমনঃ আমানত গ্রহণ, টাকা উত্তোলন, বিল পরিশোধ ইত্যাদি।

কাগজ ও জ্বালানী অপচয় হ্রাস, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, মুদ্রণ ও ডাক খরচ হ্রাসের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো খুব সহজেই পরিবেশ রক্ষার্থে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

১.৮। কর্মী প্রশিক্ষণ সহায়তা, ভোক্তা সচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমঃ

মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসাবে ব্যাংক তার কর্মীদের পরিবেশ ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। জনসংযোগ বিভাগের মাধ্যমে ব্যাংক ভোক্তা ও গ্রাহকদেরও এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

১.৯। গৃহীত কার্যক্রম প্রকাশ ও অবহিতকরণঃ

ব্যাংকগুলো তাদের পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত ব্যবস্থাদি বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে এবং একই সাথে ব্যাংকের স্ব স্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

২। ২য় পর্যায়ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০১২ তারিখের মধ্যে ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২.১। খাত ভিত্তিক পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ণঃ

পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন খাত যেমনঃ কৃষি, কৃষি-ব্যবসা (পোল্ট্রি ও ডেইরী), কৃষি-খামার, চামড়া (ট্যানারী), মৎস, বস্ত্র ও কাগজ শিল্প, চিনি ও চিনি উপজাত শিল্প, গৃহায়ন ও নির্মান শিল্প, ধাতব ও প্রকৌশল শিল্প, রাসায়নিক (সার, কীটনাশক, ঔষধ) শিল্প, রাবার ও প্লাস্টিক শিল্প, হাসপাতাল/ক্লিনিক, রাসায়নিক বাণিজ্য, ইট ভাটা এবং জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প ইত্যাদির জন্য ব্যাংকগুলো খাত ভিত্তিক নীতি ও কৌশল প্রণয়ণ করবে।

২.২। পরিবেশবান্ধব কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ণঃ

পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক ব্যাংকগুলো সেই লক্ষ্য অর্জনে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রনয়ণ করবে। পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন এবং ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো অর্জনযোগ্য লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণ করে বার্ষিক রিপোর্টে ও তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধি, কাগজ, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানী তেলের অপচয় হ্রাস, গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস, ই-বিবরণী, ইলেকট্রনিক বিল পরিশোধ, পরিবেশবান্ধব অফিস ভবন নির্মাণ ইত্যাদি লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য হিসাবে ব্যাংকগুলো পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রকল্পে ঋণ প্রদান হ্রাস, মোট প্রদেয় ঋণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরিবেশবান্ধব ঋণ হিসাবে প্রদান এবং পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন অর্থনৈতিক পণ্য উদ্ভাবন করতে পারে।

চলমান পাতা/০৬

২.৩। পরিবেশবান্ধব শাখা স্থাপনঃ

পরিবেশবান্ধব শাখা হবে এমন একটি শাখা যেখানে সূর্যের আলোর পর্যাপ্ত ব্যবহার, নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সাশ্রয়ী বাতি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার, পানির স্বল্প ব্যবহার এবং পরিশোধিত পানি ব্যবহারের সুযোগ থাকবে। ব্যাংকের এরূপ একটি শাখা গ্রীণ শাখা হিসাবে চিহ্নিত হবে । এরূপ শাখা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বিশেষ লোগো ব্যবহার করতে পারবে। 'গ্রীন ব্রাঞ্চ' অনুমোদনের শর্তাবলী বাংলাদেশ ব্যাংক যথাসময়ে অবহিত করবে।

২.৪। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নঃ

অভ্যন্ড়রীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ পর্যায়ে বিভিন্ন মালামাল ও যন্ত্রপাতির পুনঃব্যবহার, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও জ্বালানী অপচয় রোধে বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণ করা যেতে পারে। ব্যাংকগুলো তাদের ভ্রমণ ব্যয় ও জ্বালানী সাশ্রয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন দাপ্তরিক মিটিং সম্পন্ন করতে পারে।

২.৫। পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ণঃ

প্রকল্প ও চলতি মূলধন ঋণের মূল্যায়ন ও তদারকীর স্বার্থে ব্যাংকগুলো নিজেরাই পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রনয়ণ এবং তা অনুসরণ করবে। এছাড়াও, জাতীয় পরিবেশ সংক্রান্ড় নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে ব্যাংকগুলো আন্তর্জাতিক মানের একটি পরিবেশ নীতিমালা প্রনয়ণ করবে। এর ফলে ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি সমাজের সবাই এর সুফল ভোগ করবে। ব্যাংকগুলো কর্তৃক গৃহীত এ সমন্বিত নীতিমালা পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং এর প্রসার ঘটাতে সাহায্য করবে।

২.৬। গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণঃ

পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা পরিপালন এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে গ্রাহক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রভাবিত ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

২.৭। গৃহীত কার্যক্রম প্রকাশ ও অবহিতকরণঃ ব্যাংকগুলো তাদের অতীত ও বর্তমানে গৃহীত পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম এবং ভবিষ্যতে গৃহীতব্য কার্যক্রমের সমন্বয়ে একটি পৃথক পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং রিপোর্ট প্রকাশ করবে। ব্যাংকগুলো তাদের পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমের বিস্তারিত ও হালনাগাদ তথ্যাবলী এবং বৃহৎ গ্রাহকদের ভূমিকাও প্রকাশ করবে।

৩। ৩য় পর্যায়ঃ এ পর্যায়ে ব্যাংকগুলোতে পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে এবং পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন কার্যক্রম এবং নতুন নতুন পরিবেশ বান্ধব পণ্য উদ্ভাবনের মাধ্যমে অর্থ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করবে। আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন রিপোর্টিং ব্যবস্থাও এ পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত হবে। ডিসেম্বর ৩১, ২০১৩ তারিখের মধ্যে ৩য় পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

চলমান পাতা/০৭

৩.১। নতুন নতুন পরিবেশ বান্ধব পণ্য উদ্ভাবনঃ

পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি ব্যাংকগুলোকে পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন করতে হবে যা দেশের পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষম হবে।

৩.২। আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন রিপোর্টিংঃ

ব্যাংকগুলো পৃথক পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং সংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করবে যা GRI এর মত আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন হবে। কোন স্বাধীন সংস্থা বা তৃতীয় কোন পক্ষ কর্তৃক এ প্রকাশনা যাচাই এর সুযোগ থাকবে।

৪। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন দাখিলঃ

ব্যাংকগুলো তাদের পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এ দাখিল করবে। প্রতি ত্রৈমাসিকের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে এ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। ব্যাংকগুলো জুন ৩০, ২০১*1* ভিত্তিক প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জলাই ১৫, ২০১১ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগে দাখিল করবে।

ব্যাংকগুলো তাদের বার্ষিক রির্পোটে এবং ওয়েবসাইটে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং সংক্রান্ত কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করবে।

৫। নীতিমালা পরিপালনকারী ব্যাংকগুলোকে বিশেষ সুবিধা প্রদানঃ

(১) CAMELS রেটিং এর ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমকে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। যথাযথ পরিপালনকারী ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হবে যা তাদের সার্বিক CAMELS-রেটিং এ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

(২) ব্যাংকের গ্রীন ব্যাংকিং এর সার্বিক কাযক্রম মূল্যায়ন করে শীর্ষ ১০টি ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের গ্রীন ব্যাংকিং এর কার্যক্রমকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(কে, এম, আব্দুল ওয়াদুদ)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৭১১৭৮২৫